দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ OCT. 12 1999

পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড চলছে, এক বছর লাগে ফল পেতে ॥ পরীক্ষার্থীরা জিম্মি

য়রুল আনোয়ার/ইলিয়াস খান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে তুঘলকী কাণ্ড চলছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিচে সাত-আট মাস থেকে শুরু করে এক বছরেরও বেশি সময় পর ফল প্রকাশিত হয়। শিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা জিম্মি করে রাখার মতো নজিরবিহীন ঘটনাও এখানে ঘটে। পরীক্ষার খাতা নিয়ে তা না দেখে পরীক্ষকের দীর্ঘদিন যাবত বিদেশে অবস্থান, বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও খাতা ফেরত না দেয়া এখন আর কোন বড় ঘটনা নয়। এমনকি অনেক সময় দু'একজন পরীক্ষকের কারণে পুরো পরীক্ষার ফল পর্যন্ত আটকে থাকে।

খাতা উদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

পরীক্ষার ফল প্রকাশ

(প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষকের বাড়ি পর্যন্ত পাঠিয়েও কাজ হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক যাঁরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক, তাঁদের অনেকেই খাতা নিয়ে মাসের পর মাস নিজের কাছে ফেলে রাখেন। এ বিষয়টি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওপেন সিক্রেট'। একশ্রেণীর পরীক্ষকের এ ধরনের আচরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অসহায় ও বিব্রত বোধ করেন।

বিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশের কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৯৯১-৯২ সেশনের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। ফল বের হয় ১৩ মাস পর। ১৯৯৩-৯৪ সেশনের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা হয় '৯৭ সালে। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ১১ মাস পরে। ১৯৯৫ সালের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা '৯৮ সালে শেষ হয়। অনেক বিষয়ের ফল এখনও বের হয়নি। অথচ এর পরের ব্যাচের অর্থাৎ '৯৬ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপ গত জুন মাসে শেষ হয়েছে। আগামী ১২ অক্টোবর পরীক্ষা শুরু হবে। কিন্তু '৯৫ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ফেল করবে, তাদের কি হবে, কেউ তা জানেন না।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাস্টার্সের (প্রিলিমিনারি) কিছু ছাত্র জানান যে তাদের স্নাতক পরীক্ষা হয়েছিল '৯৬ সালের অক্টোবর মাসে। ফল প্রকাশিত হয় '৯৭ সালের জুলাই মাসে। এসব শিক্ষার্থী '৯৭ সালের নবেম্বর মাসে মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে এখনও সেভাবেই আছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তাদের পরীক্ষা শুরু হতে পারে। যদিও বা পরীক্ষা ঠিকমতো হয়, কিন্তু ফল প্রকাশিত হবে এক বছর পর, অর্থাৎ ২০০০ সালের শেষদিকে। সেক্ষেত্রে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা হবে ২০০১ সালের শেষের দিকে। আর এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ২০০২ সালের শেষ নাগাদ। এ রকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে।

অনুসন্ধানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে তুঘলকী কাণ্ড সম্পর্কে নানা তথ্য জানা গেছে। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর শুধু ডিগ্রী কলেজের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অনার্স, মাস্টার্স প্রথম ও শেষ পর্ব পাঠদানকারী কলেজও এর সঙ্গে যোগ হয়, অর্থাৎ বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যত কলেজ রয়েছে তার সবই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, '৯৯ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ডিগ্রী স্নাতক ৯৩৫, স্নাতক সম্মান ১২৯, মাস্টার্স প্রথম পর্ব ৭১, মাস্টার্স শেষ পর্ব ৫৬, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ২৯, বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ২, আইন কলেজ ৫১, আর্ট কলেজ ৩, কম্পিউটার সায়েন্স কলেজ ৬, বিবিএ ৪, ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ১, বিপিএড ৩, স্টাফ কলেজ ১, প্রতিরক্ষা একাডেমী ৩, মেরিন একাডেমী ১, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ১ এবং সঙ্গীত কলেজ ১টি।

প্রতিবছর উল্লিখিত কলেজসমূহের ৪৭ রকমেরও বেশি পরীক্ষা নেয়া হয়। এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষা নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সারা বছরই ব্যস্ত থাকতে হয়। পরীক্ষকদের খামখেয়ালী, কিছু অনিয়ম এবং পরীক্ষা 'হ্যান্ডেল' করার জন্য কিছু সনাতনী নিয়মের কারণে ফল প্রকাশ করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৩/৪ গুণ সময় বেশি লেগে যায়। যেকোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে টেবুলেশন পর্যন্ত সকল কাজ করার জন্য একটি করে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য থাকেন দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ। ফলে তাঁদের মধ্যে সমন্বয় করতেই অনেক সময় চলে যায়। যেমন, প্রথম পর্ব বাংলা পরীক্ষার কমিটিতে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, ইডেন কলেজের একজন, চট্টগ্রাম সিটি কলেজের একজন, সিলেট এমসি কলেজের একজন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন। এঁদের মধ্যে যাবতীয় সমন্বয়ের কাজ করতে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখাকে। এতে অনেক সময় ব্যয় হয়। অনার্সের খাতা দেখার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে ২১ দিনের মধ্যে প্রথম পরীক্ষক খাতা দেখবেন। দ্বিতীয় পরীক্ষক দেখবেন আবার ২১ দিনের মধ্যে। জানা গেছে, বাস্তবে কেউ ২১ দিনের মধ্যে খাতা দেন না। খাতা দেন কমপক্ষে ৩ মাস দেরিতে। খাতা দেরিতে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। নিয়ম হচ্ছে যেকোন পরীক্ষক ৩শ'র বেশি খাতা কাটতে পারবেন না। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কমিটির অনেক সদস্য কোন কোন পরীক্ষককে ৩শ'র বেশি খাতা কাটতে দিয়ে থাকেন। খাতা কাটার সম্মানী হচ্ছে পাস-১৫ টাকা, সম্মান ১৭ টাকা এবং মাস্টার্সের ২০ টাকা। অধিক খাতার কারণে এসব শিক্ষক সময়মতো জমা দিতে পারেন না। ঠিকমতো খাতা জমা না দেয়া শাস্তিও খুব মামুলি। অনেক শিক্ষক আবার আগের পারিশ্রমিকের বিল না পাওয়ার কারণে পরের পরীক্ষার খাতা নিয়ে আটকে রাখেন। পরীক্ষার খাতা জিম্মি করে রাখার ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। এতে পরীক্ষার ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্বিত হয়।

এ ক্ষেত্রে একটি বাদে সব খাতা জমা হলেও ফল প্রকাশ করা যায় না। জানা গেছে, অনার্স এবং মাস্টার্সের অধিকাংশ খাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কাটেন। আর এ জন্যই সমস্যা হয়। সূত্র জানায়, এমনও রেকর্ড আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক খাতা না কেটে বাসায় রেখে বিদেশ চলে যান। দীর্ঘদিন না ফেরায় অন্য একজনকে দিয়ে খাতা কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ঐ শিক্ষকের বাসায় খাতা ফেরত আনতে গেলে তাঁর স্ত্রী ফিরিয়ে দেন। এদিকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের দায়িত্ব যেসব শিক্ষকের ওপর দেয়া হয়, তাঁরা বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করেও সময়মতো পারিশ্রমিক পান না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দূর-দূরান্ত থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কাজ করেন। পরীক্ষার খাতা নিতে আসতে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। খাতা দেয়ার পর পাঠাতে হয় প্রধান পরীক্ষকের কাছে। এসব কাজ শিক্ষকরা করেন গাঁটের পয়সা খরচ করে। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের বিল নিয়মিত পরিশোধ করে না। ফলে শিক্ষকরা গুরুত্বসহকারে খাতা দেখতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এমনকি পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়ম হচ্ছে। যাঁরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তদ্বির করতে পারেন, তাঁদের খাতা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সিনিয়র-জুনিয়র মানা হয় না। এ বিষয়ে আলাপ করলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক বিনয় রতন বড়ুয়া বলেন, এ বছর আমরা সারা দেশের শিক্ষকদের তালিকা সংগ্রহ করেছি। এখন থেকে প্রতিবছরই সিনিয়[illegible] অনুযায়ী খাতা দেয়া হবে। ফল প্রকাশে দেরি হবার কারণ [illegible]